‘শিবির ধরছি, নিয়ে আসব নাকি?’

রাবি প্রতিনিধি
১১ জুলাই ২০২৪, ০৮:৫৪ পিএম

কোটা সংস্কার আন্দোলনে অংশ নেওয়া ‘শিবির আখ্যা’ দিয়ে এক ছাত্রকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) শাখা ছাত্রলীগ সভাপতি ও তার কয়েকজন অনুসারীর বিরুদ্ধে।

গত মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু হলে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় নির্যাতনের সঠিক বিচার ও নিরাপদ জীবনের নিশ্চয়তা চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর বরাবর লিখিত অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগী ছাত্র।

ওই ছাত্রের নাম মো. মোস্তফা মিয়া। তিনি সমাজকর্ম বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র। মাধরধের ঘটনায় অভিযুক্তরা হলেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান বাবু এবং তার অনুসারী সৈয়দ আমীর আলী হল শাখা ছাত্রলীগের সহসভাপতি ফরহাদ হাসান খান, ছাত্রলীগকর্মী শামীম রেজাসহ কয়েকজন। ফরহাদ সমাজবিজ্ঞান বিভাগের এবং শামীম সমাজকর্ম বিভাগের ছাত্র।

প্রক্টর বরাবর দেওয়া ভুক্তভোগীর লিখিত অভিযোগ থেকে জানা যায়, মোস্তফা মিয়া গত সোমবার কোটা সংস্কারের দাবিতে রেলপথ অবরোধে অংশগ্রহণ করেন। বিষয়টি জানতে পেরে ফরহাদ তাকে ফোন করে ক্যাম্পাসে দেখা করতে বলেন। তখন শঙ্কিত হয়ে বিষয়টি বিভাগের বড় ভাই আরিফ মাহমুদকে জানান মোস্তফা মিয়া। মঙ্গলবার শহিদুল্লাহ অ্যাকাডেমিক ভবনের সামনে আরিফের সঙ্গে দেখা করেন মোস্তফা মিয়া। সেখানে উপস্থিত হন ছাত্রলীগকর্মী ও একই বিভাগের ছাত্র শামীম রেজা। তখন তাকে ফরহাদের ডাকার বিষয়টি জানান।

একপর্যায়ে ফরহাদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন শামিম। তিনি বলেন, 'শিবির ধরছি, নিয়ে আসব নাকি?' এরপর মোস্তফাকে টুকিটাকি চত্বরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ফরহাদও উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রচণ্ড গালাগাল করার পাশাপাশি শিবির আখ্যা দিয়ে মোস্তফাকে শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান বাবুর কক্ষে নিয়ে যান। তখন বাবু মোস্তফার ফোন তল্লাশি করতে শুরু করেন। ফোন তল্লাশি করে শিবিরের সঙ্গে কোনো সম্পৃক্ততা না পেলেও ফেসবুকে কোটা আন্দোলন নিয়ে পোস্ট করা দেখে রেগে গিয়ে তাকে মারধর শুরু করেন তারা।

এ সময় বলা হয়, 'তুই শিবির করিস স্বীকার কর।' শিবিরের সঙ্গে ন্যূনতম কোনো সম্পর্ক নাই জানালেও দফায় দফায় মোস্তফাকে মারেন বাবু। এ সময় বিভাগের বড় ভাই শামীমকে জড়িয়ে ধরলেও তিনি ধাক্কা দিয়ে সভাপতির কাছে পাঠিয়ে দেন।

লিখিত অভিযোগে মোস্তফা লেখেন, 'আমার পাশে পাঁচজন দাঁড়িয়ে আমাকে ঘিরে রাখে। আর বাবু ভাই লাঠি দিয়ে এলোপাথাড়ি মারতে থাকে। এ সময় ফারহাদ ভাই লাথি মারে, ঘুষি মারে। সেই সাথে অন্যরাও লাথি ও ঘুষি মারতে থাকে। ৮ থেকে ১০ মিনিট মেরে কিছু সময় বিরতি নেয়, আবার মারে। এভাবে দুই ঘণ্টার অধিক সময় আমার ওপর নির্যাতন চালায়। ফরহাদ ভাই আমাকে কানে কানে বলে তুই শিবির করিস এটা স্বীকার কর, তাহলে ছেড়ে দেব। আর তোর ডিপার্টমেন্টে কে কে শিবির করে এটা বল, ছেড়ে দেব। আমি তো নিজেও শিবির করি না, আর কে কে করে তাও জানি না। আমি তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি।'

হল থেকেও বের করে দেওয়া হয়েছে অভিযোগ করে মোস্তফা লিখেছেন, 'মারধরের পর তারা আমাকে হল ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। পরে বাবু ভাইয়ের একজন অনুসারী শহীদ শামসুজ্জোহা হলের গণরুম থেকে আমাকে বের করে দেয়। এখন আমি ক্যাম্পাসের বাইরে অবস্থান করছি। উক্ত ঘটনার পর আমি চরমভাবে শারীরিক ও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছি। আমার জীবন নিয়ে আমি শঙ্কায় আছি।'

মারধরের বিষয়ে জানতে অভিযুক্ত ছাত্রলীগ নেতা ফরহাদ হাসান খানের মুঠোফোনে কল দেওয়া হলে তিনি দুই থেকে তিন মিনিট পর কথা বলবেন বলে জানান। তবে পরে একাধিকবার ফোন দেওয়া হলে তিনি কল কেটে দেন।

মারধরের বিষয়ে কিছু জানেন না উল্লেখ করে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান বাবু বলেন, 'এই ঘটনাটি আসলে আমি জানি না। দেখলাম অভিযোগ আমার নামও রয়েছে, আমি বিষয়টি নিয়ে কথাবার্তা বলে জানার চেষ্টা করছি। বিষয়টি আমার কাছে বানোয়াট মনে হচ্ছে। এটা অন্য কেউ করেছে কি না সেটাও আমি জানি না। কিন্তু আমার যে নাম জড়ানো হয়েছে, এটাতে আমি খুবই অবাক হয়েছি।'

অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক আসাবুল হক বলেন, ‘কয়েকজন মিলে আমাকে আজ অভিযোগটি দিতে এসেছিল। আমি অভিযোগটি পেয়েছি। বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য সহকারী প্রক্টরদের দায়িত্ব দিয়েছি।’